তারিখ ... পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

সম্পাদকীয়

ঢাকা মঙ্গলবার ১৯ পৌষ ১৪০৭
২ জানুয়ারি ২০০১

পাঠ্যপুস্তক সংকট

শিক্ষাবর্ষের শুরুতে সময়মতো পাঠ্যবই না পাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত সকল বই পরিবর্তন করেছে, কিন্তু নতুন বই বাজারে সময়মতো সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে। আগামী এক মাসের মধ্যেও নতুন বইয়ের বিক্রয় আদেশ দেওয়া সম্ভব হবে না বলে বোর্ড সূত্রে জানা গেছে।

ভোরের কাগজে সোমবার এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক উভয় স্তরেই এবার সময়মতো পাঠ্যপুস্তক পাওয়া যাবে না। পুরোনো পাঠ্যপুস্তক যেহেতু এখন বাতিল করা হয়েছে, তাই নতুন পাঠ্যপুস্তক সময়মতো বাজারে না পাওয়া গেলে একে তো ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে, অন্যদিকে বাজারে বই কিনতে গেলে অসাধু ব্যবসায়ীদের হাতে প্রতারিত হওয়ারও আশঙ্কা থাকবে। বোর্ডের চেয়ারম্যানের যে বক্তব্য রিপোর্টে ছাপা হয়েছে তাতে তিনি বলেছেন যে, আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই, ছাত্রছাত্রীরা সময়মতো বই পেয়ে যাবে। তিনি বলেছেন যে, বেশকিছু জেলায় বই পাঠানো হয়েছে। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে যে বাস্তব অবস্থা অন্যরকম। অধিকাংশ জেলাতেই এখনো বই পৌঁছেনি এবং বই বিতরণ শুরু হতে হতে ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে।

অবশ্য বোর্ডের চেয়ারম্যান এটা অন্তত স্বীকার করেছেন যে, জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে বই বাজারে দিতে না পারা বোর্ডের একটি ব্যর্থতা। এখন যে ব্যাপারে অনুসন্ধান হওয়া দরকার সেটা হলো সময়মতো বই দিতে না পারার জন্য কাদের গাফিলতি দায়ী। এক্ষেত্রে প্রথম দায় তাদের যাদের হাতে বই ছাপানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এখানে যে কিছু গুরুতর অনিয়ম হয়েছে তার ইঙ্গিত রিপোর্টে আছে। সাড়ে ৮ কোটি বইয়ের মধ্যে সাড়ে ৬ কোটি বই ছাপানোর দায়িত্ব ছিল বেক্সিমকোর তিনটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের। বোর্ডের চেয়ারম্যান যদিও বলেছেন যে, 'যা কিছু হয়েছে নিয়মের মধ্যেই হয়েছে', কিন্তু জানুয়ারির মধ্যে কেন প্রতিষ্ঠান তিনটি বই দিতে পারলো না সে ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেননি। বেক্সিমকোর একটি সূত্র থেকে মাধ্যমিক স্তরের বই ছাপানো শেষ হয়েছে বলা হলেও, বাঁধাই ও বাজারজাতকরণের কাজ শেষ হতে আরো এক মাস লেগে যাবে। কথা হলো কাজ শেষ করার সময়সীমা তিনবার বাড়ানো হলেও কেন পাঠ্যপুস্তক সময়মতো পাওয়া গেলো না! এ ব্যর্থতার দায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান তিনটি ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের উভয়কেই নিতে হবে।

দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এখন নানা সমস্যায় আকীর্ণ। পরীক্ষায় দুর্নীতি, নকলের বিস্তার, স্কুল-কলেজের পরিচালনায় অনিয়ম। শিক্ষার মানের অবনতির সঙ্গে এখন যোগ হয়েছে সময়মতো পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করার ব্যর্থতা। পাঠ্যপুস্তক নিয়ে প্রতিবছরই নানা অনিয়ম হচ্ছে। এসব অনিয়মের উপযুক্ত তদন্ত ও উপযুক্ত ব্যবস্থা না নেওয়ায় প্রতিবছর একই ঘটনা ঘটছে। তাই জানুয়ারি মাসের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক বাজারে না এলে ঘটনাটার একটা সুষ্ঠু তদন্ত ও প্রতিকারমূলক কড়া পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।

দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এখন নানা সমস্যায় আকীর্ণ। পরীক্ষায় দুর্নীতি, নকলের বিস্তার, স্কুল-কলেজের পরিচালনায় অনিয়ম। শিক্ষার মানের অবনতির সঙ্গে এখন যোগ হয়েছে সময়মতো পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করার ব্যর্থতা। পাঠ্যপুস্তক নিয়ে প্রতিবছরই নানা অনিয়ম হচ্ছে। এসব অনিয়মের উপযুক্ত তদন্ত ও উপযুক্ত ব্যবস্থা না নেওয়ায় প্রতিবছর একই ঘটনা ঘটছে।